শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

বাউবি'র দীক্ষা: সবার জন্য উন্মুক্ত কর্মমুখী, গণমুখী ও জীবনব্যাপী শিক্ষা

শুভ জন্মদিন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা
শুভ জন্মদিনে আপনাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার পূণ্যভূমিতে ১৯৪৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন গণতন্ত্রের মানসকন্যা শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছার জ্যেষ্ঠ সন্তান ও সুযোগ্য কন্যা তিনি। আজ তাঁর ৭৭ তম জন্মদিন। বিশ্বমানবতার আলোকবর্তিকা 'মাদার অব হিউম্যানিটি' তিনি।

জাতির পিতার আদর্শ, কর্মময় জীবন ও রাজনৈতিক দর্শনকে ধারণ করে তাঁর সুযোগ্য কন্যা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা, রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর আত্মবিশ্বাসের ফলেই আজ বাংলাদেশের এত উন্নয়ন ও মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেয়া মেগা প্রকল্পের অনেকগুলোই আজ দৃশ্যমান যার সুফল পাচ্ছে দেশের মানুষ। আশা করা যায় আগামী ২/১ বছরের মধ্যেই বাকি মেগা প্রকল্প গুলো বাস্তবায়িত হবে এতে আমাদের জীবনের গতি আরও বাড়বে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বৃদ্ধি পাবে, উর্ধ্বমুখী হবে আমাদের জিডিপি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বময় একজন সফল ও সেরা রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে পরিচিত। তাঁর মেধা, প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন পৃথিবীর বুকে। বাংলাদেশকে দাঁড় করিয়েছেন এক অনন্য উচ্চতায়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে ১৯৭৫ সালে হত্যার ছয় বছর পর ১৯৮১ সালের ১৭ মে তিনি দেশে ফিরে বাঙালি জাতির আলোকবর্তিকা হয়ে দেশ মাতৃকার উন্নয়নে পিতার সোনার বাংলা বাস্তবায়ন, বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণ, বিকাশ এবং মুক্তির লক্ষ্যে অগ্রণী হিসেবে কাজ করায় জনগণের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেন। পিতার মতো অসীম সাহসী, মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন নেতা হিসাবে দেশরত্ন শেখ হাসিনা গণমানুষের কাছে শুধু জনপ্রিয়ই নন বাংলাদেশের মানুষের অবিস্মরণীয় স্বপ্ন জয়ের মাধ্যমে তিনি মানুষের হৃদয়পটে অনন্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্থান করে নিয়েছেন। তবে আজও দেশ বিদেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, মেধা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে দক্ষ নাবিকের মতো দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশের উন্নয়নে গৃহীত মহাপরিকল্পনা জাতিসংঘ ঘোষিত 'বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডা ২০৩০'-এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রেললাইনসহ পদ্মাসেতু, মেট্রো রেল, কর্ণফুলি নদীতে বঙ্গবন্ধু ট্যানেল, বিদ্যুৎ ও পারমাণবিক প্রকল্প, বঙ্গবন্ধু স্যাটালাইট, গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ, সমুদ্র বিজয়, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ সহ নানাবিধ মহাপ্রকল্পের রূপকার হিসাবে আপনার আত্মবিশ্বাস ও সাহসিকতার বিজয়গাঁথা মানুষের মনকে জয় করেছে, প্রমাণ করেছে আপনার নেতৃত্বের গুণাবলী। পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন, গঙ্গার পানি বণ্টন, ছিটমহল সমস্যার সমাধান ও রোহিঙ্গাদের নিরাপদ আভিবাসন দিয়ে মানবতার নব দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। দেশে জঙ্গি দমনে 'জিরো টলারেন্স' নীতি আন্তর্জাতিক মহলে বিশ্বনেতাদের প্রশংসা লাভ করেছে।

আপনার নেয়া দরিদ্র ভূমিহীন মানুষদের জন্য 'আশ্রায়ন প্রকল্প' পৃথিবীতে এক অভাবনীয় সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম। বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা এবং প্রতিবন্ধীদের ভাতা, দারিদ্র্যসীমা হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি, রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি, একশতটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, কৃষি উপকরণ কার্ড ও প্রান্তিক চাষীদের ঋণ প্রদান, নারীর ক্ষমতায়ন, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, তৃতীয় লিঙ্গের ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী পর্যন্ত সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বৃদ্ধি, সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার, সার্বজনীন পেনশন স্কিম চালু, জলবায়ু অভিযোজন, তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ, একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি লাভ, গণমাধ্যমের মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রদান ও শান্তিপূর্ণ টেকসই উন্নয়ন আপনার নানা যুগান্তকারী পদক্ষেপ। নিম্ন আয়ের দেশ থেকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে আজকের বাংলাদেশ। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে পৃথিবীর অনেক দেশ অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু হয়ে গিয়েছে কিন্তু আপনার বেশ কিছু বলিষ্ঠ পদক্ষেপের কারণে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রয়েছে। শুধু তাই নয়, এশীয় অঞ্চলের অনেক দেশের চাইতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বেশি। আমরা আপনাকে অকুণ্ঠচিত্তে অভিবাদন জানাই।

বঙ্গবন্ধুর সার্বজনীন শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ভাবনার আলোকে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষার হার বৃদ্ধি, বিজ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা, কর্মমুখী শিক্ষা, শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং ডিজিটাল শিক্ষা বাস্তবায়ন আপনার যোগ্য নেতৃত্বের ফসল। মেয়েদের জন্য প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত প্রদেয় শিক্ষাবৃত্তির জন্য মেয়েরা বিপুল পরিমাণে শিক্ষায় এগিয়ে গিয়েছে। জেন্ডার ইক্যুইটি সৃষ্টির কারণে দেশের তরুণ সমাজ শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত হচ্ছে। এসবই আপনার শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টার ফল। আপনার শিক্ষাবান্ধব নীতি, সহমর্মিতা ও সানুগ্রহে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রবাসে বসবাসরত বাঙালি জনগোষ্ঠী ও রেমিটেন্স যোদ্ধাদের জন্য চালু করেছে বহিঃ বাংলাদেশ শিক্ষা প্রোগ্রাম।

পৃথিবীর সুরক্ষা, দারিদ্র্য দূরীকরণ, এবং সবার জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত এবং বাংলাদেশকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কার' লাভ করেন। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে দ্রুত এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে দেশকে তিনি জাতিসংঘের এমডিজি পুরস্কার এনে দিয়েছেন। কোভিড-১৯ মহামারির টিকা কার্যক্রম দক্ষতার সাথে পরিচালনা করার জন্য তিনি 'ভ্যাকসিন হিরো'। কোভিডকালীন সামাজিক সুরক্ষায় দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য ঘরে ঘরে খাদ্য পৌঁছে দিয়ে মানবিকতা ও মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হন। দেশের অভূতপূর্ব উন্নয়নে জাতির কান্ডারি হিসাবে ইতিহাসের পাতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্যুতিময় আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন।

সহজ-সরল জীবনে অভ্যস্ত আপনার সুকুমার বৃত্তির চর্চা সুধীজনকে আকৃষ্ট করেছে। ইতোমধ্যে আপনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ও বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থা নিয়ে বেশ কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিশ্বের প্রেক্ষাপটে একজন রাষ্ট্রপ্রধানের গ্রন্থ রচনার প্রয়াস খুব কম ক্ষেত্রেই ঘটেছে। জাতিসংঘের অধিবেশনে এবারের ভাষণ সহ আপনি ১৯ বার ভাষণ দিয়েছেন। বাঙালি জাতিকে আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন । আপনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। স্মার্ট বাংলাদেশ, তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ যুব সমাজ এবং জাতির ভাগ্যোন্নয়নে আপনার বিকল্প নেই। বাংলাদেশের আগামীর ভবিষ্যতের জন্য জনগণ আপনার মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে। আপনার প্রবর্তিত রূপকল্প ২০৪১ ও স্মার্ট বাংলাদেশ বির্নিমাণে এবং ডেলটা প্ল্যান বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা।

আমরা আপনার দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করি। শুভ জন্মদিন আমাদের প্রাণপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা।
জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩
১৩ আশ্বিণ ১৪৩০

অধ্যাপক সৈয়দ হুমায়ুন আখতার পিএইচডি
উপাচার্য

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
BANGLADESH OPEN UNIVERSITY